রেল বার্তা

পূর্ব রেলের সদর দফতরে ভিজিল্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ পালন শুরু

পূর্ব রেলের সদর দফতর ফেয়ারলি প্লেসে ৩০ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত শুরু হল ভিজিল্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ পালন। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার হরিন্দ্র রাও।

স্টাফ রিপোর্টার : পূর্ব রেলের সদর দফতর ফেয়ারলি প্লেসে সোমবার ৩০ অক্টোবর থেকে শুরু হল ভিজিল্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ পালন। ৪ নভেম্বর পর্যন্ত পালন করা হবে ভিজিল্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ।

এই উপলক্ষে সোমবার সকালে ফেয়ারলি প্লেসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার হরিন্দ্র রাও বলেন, আমাদের দেশে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় দুর্নীতি। মনে রাখতে হবে, দেশের প্রত্যেক নাগরিককে অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করতে হবে। সর্বদা তাদের সততা ও সংহতির পক্ষে শপথ নিতে হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে জানাতে হবে সমর্থন। তিনি রেল কর্মীদের কাছে যাবতীয় কাজই স্বচ্ছতা ও সততার সঙ্গে সম্পন্ন করার আবেদন করেন। জনস্বার্থে ব্যক্তিগত আচরণের ক্ষেত্রে সংহতি প্রকাশের উপর জোর দেন। এছাড়া বার বার তিনি দুর্নীতিকে উচ্ছেদ করার জন্য আবেদন জানান। রাও বলেন, দুর্নীতিকে উচ্ছেদ করতে হলে সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

ফেয়ারলি প্লেসে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পূর্ব রেলের সব দফতরের প্রিন্সিপাল প্রধান ও কর্মীরা। জানা গেছে, ভিজিল্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ পালনের অংশ হিসেবে ২ নভেম্বর, ২০১৭'য় একটি আলোচনাচক্রেরও আয়োজন করা হয়েছে। 'মাই ভিশন-করাপশন ফ্রি ইন্ডিয়া' নামাঙ্কিত এই আলোচনাচক্রে অংশ নেবেন সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

ইএমইউ মসৃণ পরিষেবার জন্য রেকগুলির সংস্কার

স্টাফ রিপোর্টার : শিয়ালদহ শাখায় শিয়ালদহ-বনগাঁ জংশন সেকশন এবং বারাসত-হাসনাবাদ সেকশনে ২০১৭'র নতুন টাইম টেবিল অনুসারে ৯ কোচবিশিষ্ট ইএমইউ লোকালগুলিকে ১২ কোচে পরিণত করা হবে। অন্যদিকে ১২ কোচবিশিষ্ট ইএমইউ লোকালগুলি চলবে ৯টি রেক নিয়ে। ইএমইউ পরিষেবা মসৃণ করতে এই সংস্কার করা হচ্ছে বলে পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে। পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছেন, রেকগুলি সংস্কারের কারণে যদি কারও যাত্রা বিলম্বিত হয়, তবে তাঁরা গভীরভাবে দুঃখিত।

মেট্রো রেলওয়েতে শুরু ভিজিল্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ

স্টাফ রিপোর্টার : মেট্রো রেল কলকাতা সোমবার ৩০ অক্টোবর ভিজিল্যান্স সপ্তাহ পালন শুরু করল। ৪ নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ভিজিল্যান্স সপ্তাহ পালন উপলক্ষে নানাবিধ কর্মসূচি নিয়েছেন মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। সমাজের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য মেট্রো রেল ভবন, মেট্রো রেল স্টেশন, কারশেড এবং মেট্রো রেলের হাসপাতালে এ সম্পর্কিত ব্যানার শোভা পাবে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। মেট্রো রেল ভবনে সোমবার এই সপ্তাহ পালন শুরু হয়।

মেট্রো রেলওয়ে কলকাতা অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার পঙ্কজ গুপ্তা এই অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে সব অফিসার ও কর্মীকে শপথবাক্য পাঠ করান। তিনি বলেন, আমাদের কর্মস্থলের সব জায়গা থেকে এবং জীবনের সমস্ত অংশ থেকে দুর্নীতিকে উচ্ছেদ করতে হবে। সব কাজের মধ্যেই থাকবে স্বচ্ছতা ও সংহতির বার্তা।

রাহুলকে পিডিম্যান বলে বিজেপির তামাশা

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর : কুকুর তার প্রভুর থেকে অনেক বেশি স্মার্ট, মন্তব্য করেছে বিজেপি। কংগ্রেসের সহ সভাপতি রাহুল গান্ধির পোষ্য পিডি এবার ভারতীয় রাজনীতির তরজায় ঢুকে পড়ল। রাহুল রবিবার তাঁর পোষ্যকে নিয়ে তামাশা করে একটি ট্যুইট করেন। সেই ট্যুইটের বক্তব্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। কারণ মাইক্রো-ব্লগিং ওয়েবসাইটে রাহুলের ট্যুইট ভাইরাল হয়ে যায়। অনেকেই ধন্যবাদ জানান তাঁকে এই মন্তব্যের জন্য। রাহুল গান্ধি কার্যত তামাশা করে বিজেপির রাজনৈতিক জমি দখল করে নিচ্ছেন দেখে তড়িঘড়ি আসরে নামে তারা।

এই কাহিনির সূত্রপাত হয়েছে গত কয়েকদিন ধরে। রাহুল সম্প্রতি চোখা চোখা মন্তব্য করেছেন বিজেপি নেতাদের, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে। বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিতে গিয়েও তাঁর ভাষণ নজর কেড়েছে। এরপরই ট্যুইট করে যা বলা হয়, রাহুল আগের থেকে অনেক বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য করছেন। জানতে চাওয়া হয়, এই মন্তব্য তিনি নিজে করছেন, নাকি তাঁর হয়ে অন্য কেউ করছে।

এর উত্তরেই রাহুল রবিবার ট্যুইট করে বলেন, তার পোষ্য পিডিই সব উত্তর দিচ্ছে। পিডি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। বিস্কুট নাকের কাছে ধরলে কেমন করে লোফালুফি করে মুখে পুরতে হয়, তাও সে জানে। সেই ছবি কংগ্রেসের সহ সভাপতি ভিডিওতে পাঠান।

এরপর কয়েকঘণ্টা কাটতে না কাটতেই আসরে নেমে পড়ে বিজেপি। বিজেপির আইটি সেলের ইন-চার্জ অমিত মালব্য রাহুলকে টার্গেট করে একটি পোস্টার দেন। এই পোস্টারটি অক্ষয় কুমারের আসন্ন মুভি 'পদম্যান'-এরই সংশোধিত সংস্করণ। এই পোস্টারটিতে অক্ষয় কুমারের মুভিটির সংশোধন করে দেখানো হয়েছে, একটি বাই-সাইকেলের উপর বসে আছেন রাহুল গান্ধি। আর ওই বাই-সাইকেলের সামনের রডে বসে আছে তাঁর প্রিয় পোষ্য পিডি। পোস্টারে লেখা 'পদম্যান'-এর জায়গায় 'পিডিম্যান-দ্য স্টোরি অফ এ ডগ হু ইজ স্মার্টার দ্যান হিজ মাস্টার।' এমনকি পোস্টারটিতে লেখা হয় চিত্রনাট্য ও পরিচালনা কংগ্রেস। ট্যুইটারে এ দিনই মুক্তি পেয়েছে 'পিডিম্যান'।

অমিত মালব্য একা নন, বিজেপির ছোট-বড় নেতারাও এরপর টার্গেট করতে শুরু করেন রাহুলকে। অসমের মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ট্যুইট করে বলেন, রাহুল গান্ধির সঙ্গে তাঁর একটি বৈঠক ছিল। সেখানে তিনি দেখেন, রাহুল পিডিকে বিস্কিট খাওয়াতেই ব্যস্ত। অথচ অসমের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিশ্ব তখন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছিল। রাহুল গান্ধি ট্যুইটারে ফলোয়ারের সংখ্যা চলতি বছরের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বেড়ে হয়েছে ১০ লক্ষ। আর এখানেই বিজেপির মাথাব্যথা। সম্প্রতি লক্ষ করা গেছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের চেয়েও সাধারণ মানুষ রাহুল গান্ধির ট্যুইটের জবাব দিতেই বেশি ভালবাসেন। অথচ ভারতীয় রাজনীতির এই দুই শীর্ষ রাজনৈতিক নেতাকেই এতদিন বেশি পছন্দ করতেন সাধারণ মানুষ। সোশ্যাল মিডিয়ায় গান্ধির উত্থানকে নিয়ে আরও একটি গুজব বাজারে ছড়িয়েছে। বিভিন্ন মহল থেকে দাবি করা হচ্ছে, কংগ্রেস দিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স ফার্ম কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার সাহায্য নিচ্ছে। ভোটদাতাদের কাছে ডিজিট্যাল প্রচারই এখন কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য। সেদিক থেকে দেখলে তারা অনেকটা সাফল্য পেয়েছে।

এতদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেই 'ডিজিট্যাল ম্যান' বলে মনে করা হত। কারণ মোদী জমানার শুরু থেকেই সেই ছবি সকলের মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। অধুনা কংগ্রেস নেতৃত্ব বিশেষ করে রাহুল গান্ধি এক্ষেত্রে তাঁকে অনেকটাই পিছনে ফেলে দিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। আর এখানেই মাথাব্যথা বাড়ছে বিজেপির। ফলে পিডিকে নিয়ে রাহুলের ট্যুইটের জবাব দিতে দেরি করেনি তারা।

এনআইএ'র নতুন ডিরেক্টর জেনারেল যোগেশ চন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর : ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)র নতুন ডিরেক্টর জেনারেল হলেন যোগেশ চন্দ্র মোদী। মোদী অসম-মেঘালয়ের ১৯৮৪ ব্যাচের আইপিএস। তিনি সারদ কুমারের স্থলাভিষিক্ত হলেন। প্রসঙ্গত, সারদ কুমার ১৯৭৯ ব্যাচের হরিয়ানা ক্যাডারের আইপিএস অফিসার। চলতি বছরের ২২ সেপ্টেম্বর মোদী এআইএ-তে অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি বা ওএসডি পদে যোগ দেন। ৩৩ বছরের কর্মজীবনে তদন্ত, গোয়েন্দা অভিযানে রীতিমতো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। দু'দফায় তিনি কাজ করেছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআইতেও। ২০০২-২০১০ এবং ২০১৫-২০১৭ এই দশ বছরে তিনি সিবিআইয়ের হয়ে স্পেশাল ক্রাইম ও আর্থিক অপরাধের বিষয়গুলি দেখতেন।

এছাড়া দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন অপরাধেরও তদন্ত করেছেন মোদী। ১৯৯১-২০০২ তিনি কাজ করেছেন ক্যাবিনেট সচিব হিসেবে। এই সময় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ছিলেন। এমনকি একবার ভারতের বাইরেও দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল তাঁর মতো দক্ষ অফিসারকে। এনআইএ-তে যোগ দেওয়ার আগে মোদী ছিলেন সিবিআইয়ের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর। তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পেয়েছেন একাধিক পুলিশ পদক। ২০০১ সালে পেয়েছেন পুলিশ মেডেল এবং ২০০৮ সালে পেয়েছেন রাষ্ট্রপতির পুলিশ মেডেল।

গরু বাঁচাতে গরুর সঙ্গে সেলফি

স্টাফ রিপোর্টার : গো-রক্ষা নিয়ে গোটা দেশেই বিতর্ক চলছে। এরইমধ্যে গরুর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এক অদ্ভুত পরিকল্পনা নিয়েছে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থাটির নাম গো-সেবা পরিবার। তারা এনেছে নতুন প্রতিযোগিতা 'গরুর সঙ্গে সেলফি'। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটির বক্তব্য, এই পরিকল্পনায় নাকি ভালই সাড়া মিলেছে। গো-সেবা পরিবারের তরফে আরও জানানো হয়েছে, গো-রক্ষাকে ধর্ম বা রাজনীতির সঙ্গে জড়ানো উচিত নয়। সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক কারণে গো-রক্ষা জরুরি। গরু থেকে আসা প্রতিটি জিনিসেরই বৈজ্ঞানিক মূল্য রয়েছে। দুধ, গোমূত্র বা গোময় সবরেই বৈজ্ঞানিক মূল্য আছে। তাদের দাবি, গরুর সঙ্গে সেলফি প্রতিযোগিতা ও তার সঙ্গে প্রচার, মানুষের মধ্যে গরুর আর্থিক ও চিকিৎসা সম্পর্কিত ইতিবাচক দিকগুলি নিয়ে মানুষকে সচেতন করবে, গো-হত্যার বিরুদ্ধে তৈরি হবে জনমত। সংস্থাটির আশা, বহু মানুষ প্রতিযোগিতায় যোগ দেবেন।

আধার কার্ড দেখাতে না পারায় পুণেতে স্কুল ছাত্রকে বেধড়ক মার স্কুল শিক্ষকের

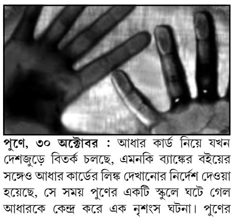

পুণে, ৩০ অক্টোবর : আধার কার্ড নিয়ে যখন দেশজুড়ে বিতর্ক চলছে, এমনকি ব্যাঙ্কের বইয়ের সঙ্গেও আধার কার্ডের লিঙ্ক দেখানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সে সময় পুণের একটি স্কুলে ঘটে গেল আধারকে কেন্দ্র করে এক নৃশংস ঘটনা। পুণের একটি স্কুলে আধার কার্ড দেখাতে না পারায় ১০ বছরের এক ছাত্রকে বেধড়ক মারলেন স্কুল শিক্ষক। তাকে এমনভাবে মারা হয়েছে যে, শিশুটিকে অপারেশনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। তার গোড়ালিতে ভালরকম চোট লেগেছে বলেও জানা গেছে। পুণের চিনচাওয়ার অঞ্চলে একটি স্কুলে এই নিষ্ঠুর ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিশের দাবি, আধার কার্ড দেখাতে না পারায় ছাত্রটিকে বেধড়ক পেটানো হয়েছে কয়েক সপ্তাহ আগে। কিন্তু ছাত্রটির পরিবার বা স্কুল কর্তৃপক্ষ সকলে বিষয়টি গোপন করে যান। শেষ পর্যন্ত রবিবার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে, যখন চিনচাওয়ার থানায় ওই ছাত্রের বাবা-মা সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে আসেন। বিপজ্জনক অস্ত্র আইনের ৩২৪ ধারায় মামলা করা হয়েছে শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এর সঙ্গে জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট ২০১৫'র প্রাসঙ্গিক ধারাগুলিও জুড়ে দেওয়া হয়েছে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে।

কিন্তু কেন শিক্ষক তার কাছে আধার কার্ডের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য চেয়েছিলেন তা নিয়ে অথৈ জলে স্কুল কর্তৃপক্ষের মতো ছাত্রটির বাবা-মাও। তাঁরাও এখনও পর্যন্ত জানেন না কেন ওই শিক্ষক ছাত্রটির কাছে এমন অযৌক্তিক দাবি করেন। তবে গুরুতর আহত ছাত্রটির মা সঙ্গীতা বেলি দাবি করেছেন, কিছুদিন আগে স্কুল কর্তৃপক্ষ মোবাইলের জন্য আবেদন করতে ছাত্রদের কাছে সার্কুলার ও অন্যান্য নোটিস পাঠান। সেগুলি অভিভাবকদের দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সম্ভবত ওই আবেদনপত্রের জন্যই আধার কার্ডের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেজন্য তাঁর সন্তানকে এমন বেধড়ক মারার কোনও প্রয়োজন ছিল না বলে জানান সঙ্গীতা। শিশুটির বাবা-মা আরও বলেছেন, তাকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। কারণ শিক্ষক এমনভাবে মেরেছেন যে, পায়ের গোড়ালিতে অপারেশন জরুরি। হাঁটতে পারছে না ছাত্রটি। চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার পরই তিনি অপারেশনের পরামর্শ দেন।

ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দেওয়ার পর সোমবার রাজধানীর রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন করার জন্য ড্রাইভ দেওয়া হয়। যন্তর মন্তর এলাকা থেকে এক বৃদ্ধ দম্পতি সরিয়ে নিচ্ছেন তাদের জিনিসপত্র।

বর্ষা বিদায় নিলেও নিম্নচাপের প্রভাবে চেন্নাইতে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা

চেন্নাই, ৩০ অক্টোবর : আবহাওয়া দফতর ২৭ অক্টোবর চেন্নাই থেকে সাড়ম্বরে বর্ষা বিদায়ের কথা ঘোষণা করলেও রবিবার পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন জায়গায় যথেষ্ট বৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে ও শ্রীলঙ্কায় নিম্নচাপের কারণে আগামী দু'দিন প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে এবার আবহাওয়া দফতর। এমনকি তামিলনাড়ুর দু'একটি জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার পূর্বাভাসও দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। এছাড়া তামিলনাড়ুর গ্রামাঞ্চলেও প্রবল বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছেন এরিয়া সাইক্লোন ওয়ার্নিং সেন্টারের অধিকর্তা এস বালাচন্দ্রন।

বালাচন্দ্রনের দাবি, বুধবার পর্যন্ত তামিলনাড়ু জুড়ে মাঝারি মাপের বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ শুরু হয়ে কার্যত ২৪ ঘণ্টাই বৃষ্টি হয় চেন্নাইতে। আগের অভিজ্ঞতার কারণে স্কুলগুলিতে এক ঘণ্টা আগেই ছুটি দেওয়ার নির্দেশ দেয় রাজ্য সরকার। কারণ এর আগেরবার বৃষ্টিতে সমস্ত রাস্তায় বিপুল পরিমাণে জল জমে যাওয়ায় স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি ফেরা সমস্যা হয়ে গিয়েছে। স্কুলবাসগুলি আটকে গিয়েছিল বিভিন্ন রাস্তায়। সোমবার একেবারে ভোর থেকে চেন্নাই শহরের পশ্চিম প্রান্তে আন্না নগর, আম্বাত্তুর, পরুর এবং বালাসর্বক্কমে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়। চেন্নাই শহরের মূল কেন্দ্র নুঙ্গাবক্কমে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সেখানে সোমবার বিকেল ৩টে পর্যন্ত ২ সেন্টিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়।

এ নিয়ে এ বছর দ্বিতীয়বার চেন্নাই শহরের বিভিন্ন রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়ায় এবং পয়ঃপ্রণালীগুলিতে জল উপচে পড়ায় যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। মাত্র কয়েকঘণ্টার বৃষ্টিতে মোগাপপেয়ার, টি নগর সহ বিভিন্ন জায়গায় জল জমে যায়।

ভারত প্রথমে হিন্দুদের দেশ, দাবি শিবসেনার

মুম্বই, ৩০ অক্টোবর : ভারত প্রথমে হিন্দুদের দেশ। কারণ মুসলিমদের জন্য আরও ৫০টি দেশ রয়েছে। অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও নিজের নিজের দেশ রয়েছে। কিন্তু হিন্দুদের একমাত্র ভারত ছাড়া আর কারও দেশ নেই। এই মন্তব্য করা হয়েছে শিবসেনার মুখপত্র 'সামনা'র সম্পাদকীয়তে। সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএসের প্রধান মোহন ভাগবত বলেন, হিন্দুস্তান অবশ্যই হিন্দুদের দেশ, কিন্তু তার মানে এই নয় সেখানে অন্যরা থাকতে পারবেন না। সংঘগুরুর এ মন্তব্যকে কার্যত তীব্র আক্রমণ করে মহারাষ্ট্রে এনডিএ জোটের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া শিবসেনা তাদের সম্পাদকীয়তে স্পষ্ট দাবি করেছেন, খ্রিস্টানদের জন্য আমেরিকা ও ইউরোপ রয়েছে। বৌদ্ধদের জন্য আছে চিন, জাপান, শ্রীলঙ্কা এবং মায়ানমার, মুসলিমদের জন্য ৫০টি দেশ রয়েছে। হিন্দুদের জন্য মাত্র একটিই দেশ ভারত। অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের কাজের গতিও শ্লথ হওয়ায় তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে সামনায়। সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, এই মন্দির হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মুহূর্তে কেন্দ্রে ক্ষমতায় রয়েছে একটি হিন্দুত্ববাদী দল।

TENDER NOTICE

Executive Engineer, Zilla Parishad, South Andaman on behalf of Adhyaksha, Zilla Parishad, South Andaman invites sealed items rate tender (in form CPWD '8') from bonafied and experienced contractors of appropriate class of APWD, MES, ALHW & P&T for the under mentioned work.

1. NIT No.EE/SA/ZP/2017-18/477

Construction of Shopping Complex at Bambooflat by Zilla Parishad (re-tender).

Estimated Cost : ₹65,93,885/- earnest Money : ₹1,31,878/- cost of tender document : ₹.1000/-& Time of completion : 18 Months. Unique No.49263.

2. NIT No.EE/SA/ZP/2017-18/478

Construction of Community Hall at Tsunami Shelter at Mithakhari-06 under Gram Panchayat, Mithakhari by Zilla Parishad(re-tender).

Estimated Cost : ₹36,70,119/- earnest Money : ₹73,402/- cost of tender document : ₹500/-& Time of completion : 12 Months. Unique No.49264.

The tender forms and other details can be obtained from the office of the Executive Engineer, Zilla Parishad, South Andaman. The last date of receipt of application to purchase tender form will be 13/11/2017 upto 4.00pm. Other details/ information can be seen on website www.and.nic.in.

R.No.IP/1501/17

Executive Engineer
Zilla Parishad, South Andaman
(for and on behalf of Adhyaksha,
Zilla Parishad, South Andaman)

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-২ কলকাতা
৪২ সি, জে এল নেহরু রোড, অষ্টম তল
কলকাতা: ৭০০০০১

'শো-কজ'এর সমন

ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আইন ১৯৯৩ এ'র অনুচ্ছেদ ১৯ (৪) অনুসারে বকেয়া ঋণ আদায়ের জন্য সমন
ওএ নম্বর ৫২১ অফ ২০১৬
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ...আবেদনকারী
- বনাম -
শ্রীমতী বনশ্রী সাহা, স্বত্বাধিকারী মেসার্স এস কে এন্টারপ্রাইজেস.....বাদী

শ্রীমতী বনশ্রী সাহা
স্বামী শ্রী সঞ্জয় সাহা
স্বত্বাধিকারী মেসার্স এস কে এন্টারপ্রাইজেস
প্রযত্নে মেসার্স কলকাতা-সুইটস অ্যান্ড বেকারি, যার রেজি: অফিস আবেরদিন বাজার, রত্নম মার্কেটের নিকট
পোর্ট ব্লেয়ার ৭৪৪১০১

যেহেতু আবেদনকারী ডেটস রিকভারি আইনের ১৯ (১) ধারা অনুসারে ব্যাঙ্কের এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট ১৯৯৩ সালের ১৯ (১) ধারা অনুসারে ২২,৯৯,৫৫১.০০ আদায়ের জন্য এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে এবং বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে উক্ত অর্থ পরিশোধের কারণে। লিখিতভাবে সমস্ত তথ্যাদি পাঠানো হয়েছে, হাজির না হলে আবেদন গ্রহণ করা হবে না ।
উক্ত বিষয়টি ট্রাইবুনালের পক্ষে স্বহস্তে সিলমোহর যুক্ত মতে দেওয়া হল।

অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার
রেজিস্ট্রার ইনচার্জ
কলকাতা ডিআরটি-২

তারিখ : ১১ অক্টোবর, ২০১৬

ওষুধ নয়, নৈতিক মূল্যবোধের নিরন্তর চর্চাই সারাতে পারে অবসাদ

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর : দিল্লির আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (জেএনইউ) সেন্টার ফর সংস্কৃত স্টাডিজের সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, মনোবিদের কাছে যাওয়া বা ওষুধ খাওয়া রোগীর অবস্থা আরও খারাপের দিকেই নিয়ে যাবে। মানসিক অবসাদগ্রস্তকে সারিয়ে তোলার একমাত্র উপায় নৈতিক মূল্যবোধের নিরন্তর চর্চা। গবেষকরা দাবি করেছেন, একেবারে ছোট থেকে ভজন বা কীর্তন শুনলেও মনের উপর তার গভীর প্রভাব পড়ে। নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে শিশুর। তাদের মধ্যে কখনও অবসাদ দেখা দেয় না। জেএনইউ-এর সংস্কৃত সেন্টারের প্রধান অধ্যাপক সুধীর কুমার আর্যের নেতৃত্বে এই গবেষণাটি হয়েছে। আর্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈদিক সাহিত্যের শিক্ষক।

নন্দিতা দাস এই গবেষক দলটির অন্যতম সদস্য। তিনি এর উপরেই তাঁর এম ফিল শেষ করেছেন। নন্দিতার দাবি, মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা বড় বেশি উদ্বেগ প্রকাশ করি। এই মানসিক স্বাস্থ্য বা মেন্টাল হেল্‌থের ধারণা একেবারে বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে। অথচ পুরাণগুলি ও বেদগুলিতে এ সম্পর্কে বিস্তৃত কথা বলা হয়েছে, যা আমরা জানি না। তাঁর আরও দাবি, চিকিৎসার প্রয়োজন হয় শারীরিক সমস্যা হলে। মানসিক সম্পর্কের সঙ্গে শারীরিক চিকিৎসার কোনও সম্পর্ক নেই।

অধ্যাপক আর্যের মতে, যোগা প্রাচীন ভারতের থেকে এখনও পর্যন্ত চলে আসছে। যোগাভ্যাস মানুষের অবসাদ কাটাতে বিস্ময়কর ফল দেয়। ইদানিং মানসিক অবসাদে বহু মানুষকেই এমনকি অসংখ্য শিশুকে ভুগতে দেখা যায়। এর প্রধান কারণ ভেঙে গেছে যৌথ পরিবার। পরিবর্তে গড়ে উঠেছে অণু পরিবার এবং একমাত্র সন্তানের ধারণা। পরিবারের একমাত্র সন্তান না চাইতেই সবকিছু পায়। একদিন এভাবেই অবসাদ চেপে বসে তার উপর। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত সেন্টারের গবেষকরা তাদের গবেষণাটি করেছেন মূলত ভগবতপুরাণ এবং অগ্নিপুরাণের উপর ভিত্তি করে। গবেষকদের দাবি, যাদের একেবারে ছোট থেকেই নৈতিক মূল্যবোধ শেখানো হয়, তারা জীবনের কোনও পর্বেই আর মানসিক উত্তেজনা, স্ট্রেস, হতাশা বা অন্য কোনও মানসিক সমস্যার মুখোমুখি হয় না।

ভারতীয় মার্গ সংগীত তো বটেই, এছাড়া ভজন এবং কীর্তনও মানসিক অবসাদ কাটাতে সাহায্য করে। শিশুদের ছোট থেকেই এর সঙ্গে পরিচিত করানো উচিত বলেও দাবি করেছেন অধ্যাপক আর্য। তাঁর মতে, চমৎকার মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে জীবনে এগুলির বড় প্রয়োজন। সাধারণত দেখা যায়, কোনও মানুষ মানসিক সমস্যায় ভুগলেই সমাজ তার উপর উন্মাদের তকমা চাপিয়ে দেয়। এরপর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় মনোবিদের কাছে।

অধ্যক্ষ আর্য'র দাবি, মনোবিদের একমাত্র কাজ রোগীকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা। এতে কোনও উন্নতিই হয় না। তাকে শেখাতে হবে নানারকম যোগা। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে হবে। এখনকার শিশু জানে না শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন কাকে বলে। ফলে তারা হারিয়ে ফেলছে তাদের নৈতিক মূল্যবোধের উপর নিয়ন্ত্রণ। সেই শিক্ষাও দিতে হবে তাদের।